টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৬ ইং 3rd Sept. 1969 | ১৬শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

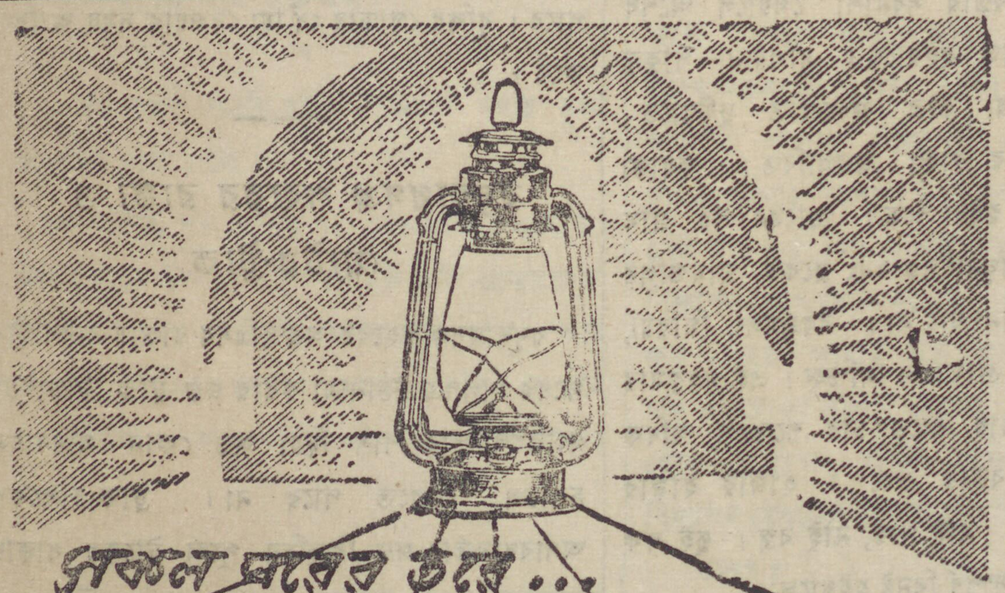

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে। রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না। ঝঞ্ঝাটহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিয়ে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম
পণ্ডিত-প্রেস রঘুনাথগঞ্জ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
ষ্টুডেন্টস ফেভারিট
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

জিনিস হইলে লাট মান যায় ছেড়ে,
মানুষ হইলে লাট মান যায় বেড়ে।
অন্য দ্রব্য থাম হলে দাম তার নাই,
কাগজ হইলে থাম দাম বেড়ে যায়।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া ॥

—০—

একদা নীলনদ তাহার ভয়াবহ প্লাবনে মিশরের অশেষ দুর্গতি ঘটাইত। চীনের দুঃখ হোয়াংহো নদীর খ্যাতি কম নয়। হোয়াংহো-র বন্যায় প্রতি বৎসর চীনাদের যে দুঃখ দুর্দশা উপস্থিত হইত, আজ তাহা কাগজে ছাপার অক্ষরেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। মিশরবাসীদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে নীলনদকে মিশরের ভাগ্যবিধাতা করা হইয়াছে। তাহার জলধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং খাল কাটিয়া উষর মিশর শস্যসবুজ হইয়াছে। এখন হোয়াংহো-র সর্বনাশা কীর্ত্তির কথা শুনা যায় না। এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বহু স্থানে বিপর্যয়কর বন্যাকে মানুষ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্ততঃ বাস করিবার ব্যবস্থাকে পাকা করিয়াছে।

পারে নাই শুধু ভারত। স্বাধীনতা পাওয়ার বাইশ বছরেও ভারত এইরূপ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে কেন যে গড়িমসি করিয়া বসিয়া আছে, তাহা অত্যন্ত সুস্থ চিত্তের মানুষেরও বুদ্ধির অগোচর। প্রতি বৎসর ভারতের নানাস্থানে প্লাবন হইতেছে। জীবনহানি, শস্য ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ সাড়ম্বরে বেতারে সুভাষিত হয়, ফলাও আকারে সংবাদপত্রে ছাপান হয়। পত্রিকা বিশেষে বন্যার্তদের দুর্গতির চিত্র তুলিয়া ধরিয়া জনগণের করুণায় সাহায্য ভাণ্ডার খোলেন। সরকার হইতে কিছু অঙ্কের টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এইভাবে কতদিন চলিবে?

গত বৎসর যে উত্তরবঙ্গ ভয়াবহ প্লাবনের ধাক্কায় আজও টাল সামলাইতে পারে নাই, এবারেও সেখানে বন্যা দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা গোদের উপর বিষফোঁড়া হইয়াছে। বন্যার আক্রমণ বিহার হইতে ক্রমশঃ বাংলায় নামিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, নদীয়া, মেদিনীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ (কোন্‌টি নয়?) বন্যাক্লিষ্ট। কিন্তু এবার বিহারের মুঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে বন্যার ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতি বর্ণনার অতীত। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমা বন্যার সর্বনাশা খেয়ালে অশেষ দুঃখ-দুর্দশায় উপনীত হইয়াছে। ধুলিয়ান—পাকুড় রাস্তার উপর দিয়া তীব্র জলস্রোত ছুটিয়াছে; বহরমপুর—জঙ্গিপুর রাস্তা জলপ্লাবিত। ফরাক্কা দিনকয়েক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গ্রামের পর গ্রাম জলের তলায়। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গ্রামগুলির অবস্থা কলমেও আনা যায় না। বরজুমলা, গিরিয়া, জালালপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন। এই মহকুমার ত্রিশটি অঞ্চলের প্রায় সাড়ে চার শতেরও অধিক বর্গমাইল এলাকা বন্যার কবলে। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন; নাই খাদ্য, নাই বস্ত্র। দুই লক্ষ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে।

ত্রাণকার্য অব্যাহত আছে সত্য। কিন্তু দুর্গতদের উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া কখনই যায় না। সামান্য আটা-চিড়া-গুড়, গুঁড়া দুধ ইহারই ভরসায় হতভাগ্যেরা দিন গণিতেছে। সামরিক বাহিনীর লোকে দিবারাত্র ত্রাণকার্য চালাইতেছেন। তাহারই জন্য এখানে কোন প্রাণহানি হয় নাই। সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই।

বন্যার জল নামিয়া যাইবে আর বন্যাক্লিষ্ট হতভাগ্যেরা আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যাইবে। তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে পড়িয়া যাওয়া বাসগৃহ, পচা-হাজা জমি, শূন্য গোয়াল। আশায় বুক বাঁধিবার সম্বল সরকারী অনুদান। তাহাতে পরবর্তী ফসল-মরশুম পর্যন্ত চলিবে কি? এক নিদারুণ অন্নাভাব এবং তৎসহ ব্যাপক রোগের মুখব্যাদান অপেক্ষা করিয়া আছে।

দেখা যাইতেছে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা হইতেছে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে কমিটি গঠিত হইলেও তাহার কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট ঢিলামি দেখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে যদি আজও উঠিপড়ি না হন, তাহা হইলে গদীর জন্য লড়াই করিয়া কী লাভ? এখন হইতে সুনির্দিষ্ট নদীপরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া দরকার। রাজ্যে রাজ্যে এখন ব্যাপক কাজ করার আশু প্রয়োজন। তাহা না হইলে নদীমাতৃক এই ভারতবর্ষ একদিন না একদিন বৎসরের কিছু সময় জলের তলায় থাকিবে। সে জলে নয়াদিল্লীর উচ্চ তখ্‌ত্‌-তাউসও ভাসিয়া যাইতে পারে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার সময় আসিবে কবে?

——

রঘুনাথগঞ্জ শহরের রাস্তা ও মোটর-ট্রাক

রঘুনাথগঞ্জ শহরের অল্প-পরিসর রাস্তায় ব্যবসায়ীগণের মালপত্র উঠানামা করার জন্য ট্রাক দাঁড়াইয়া থাকিলে তার পাশ দিয়া অন্য কোন যানবাহন চলাচল করিতে পারে না। ট্রাক-চালকের অসাবধানতার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ট্রাকের ধাক্কায় ৫নং ওয়ার্ড দরবেশপাড়ার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বারান্দার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। অল্পের জন্য ২।৩টী ক্রীড়ারত শিশুর প্রাণ বাঁচিয়া যায়। চাউলপটীর তেমাথা রাস্তার মোড়ে অবস্থিত 'পণ্ডিত-প্রেসের' বারান্দার করগেট টিন ও একটি খুঁটি ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়িয়ে বেঁকে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে দরবেশপাড়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে একটী কুকুরকে জনৈক ট্রাক-ড্রাইভার চাপা দিয়াছে। মালবাহী ট্রাকগুলি যাহাতে শহরে প্রবেশ করিতে না পারে তার সুব্যবস্থা করার জন্য আমরা জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা-শাসক, মহকুমা-আরক্ষাধ্যক্ষ ও পৌরসভার পৌরপতি মহাশয়ত্রয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

——

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

ডায়মণ্ডহারবারের এক খবরে জানা গেল, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের এক এ্যাডভোকেট মহাশয় তাঁর প্রাপ্য টাকার তাগিদের জন্যে জনৈক রিক্সাওয়ালার সহধর্মিণী শ্রীদুর্গাবালা কর্ত্তৃক ঝাঁটা-পেটা হন।

—সেকালের দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী, আর একালের ইনি সম্মার্জনীহস্তা।

'নমঃ সম্মার্জনী-আয়ুধধারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ'।

* * *

পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজ পুরুষদের মূর্ত্তি অপসারণ অব্যাহতভাবে চলছে। লর্ড কার্জনের মূর্ত্তি-অপসারণ একটি শেষ সৎকর্ম।

—কার্জন আজ কার জন?

* * *

হ্যাঁ মশাই, শুনছি নাকি সিনেমার পর্দায় চুম্বন প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে?

—আজ্ঞে, যত ফ্যাশন পর্দা হতে রাস্তায় এসেছে। নয়া কানুনে উপরের এই ফ্যাশনটি যদি প্রকাশ্যে না আসে, তাহলে অগ্রগতি মন্দা হবে যে! আর তাছাড়া, আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানে ফিরে যাচ্ছি। আরণ্য-বর্বর জীবন একদা আমাদের ছিল!

* * *

সরষের তেলের দাম বাড়ছে দেখে কাতুখুড়ো মন্তব্য করলেন :—

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপর্বে অনেকের পায়ে এই বস্তু ঢালতে হয়েছে যে!

* * *

'হীমা স্বাদের নাই সীমা'—

বিজ্ঞাপন (কড়াইশুঁটির)।

—গুণেরও সীমা নেই। সেদিন আমার ভীমা গৃহিণী 'হীমা'র জন্যে আমাকে কিমা বানিয়ে ছেড়েছিলেন।

বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের পাশে দাঁড়ান মুক্তহস্তে তাদের সাহায্য করুন।

না ট কী য়

—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সিনেমার শো কটায়?

ছ'টায়।

ছ'টায় কি বই শুরু হবে?

তা কি করে হয়? বই আরম্ভ হতে সাড়ে ছ'টা। তার আগে—হেঃ হেঃ—অনেক মজা। সে সব মজা দেখবো না? তাই তো ঠিক ছটায় 'হলে' ঢুকতে হয়। 'হল' কলবল করে ওঠে বিজ্ঞাপনের 'শ্লাইড'-এ।

হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন। আমি সিনেমার পর্দায় বিজ্ঞাপন দেখার কথাই বলছি। আমি মশাই গেছি সিনেমা দেখতে—বিজ্ঞাপন দেখতে নয়। সব কাজ-কর্ম তাড়াতাড়ি পড়ি কি মরি শেষ করে ঠিক ছ'টায় 'হলে' হাজির হবো—আর আপনারা—সিনেমা-হলের মালিকরা আমায় দরজা বন্ধ করে দুনিয়ার যাবতীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখাবেন? আমি চীৎকার করে 'দেখবো না' বললেও শুনবেন না? সেই আধ ঘণ্টাকাল বসিয়ে রেখে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন দেখে যেতে হবে? কেন, পয়সা কি কিছু কম নিয়েছেন আমার কাছ থেকে। হ্যাঁ, বুঝতাম যদি এক টাকা পঞ্চাশ নেওয়া হবে তাদেরই কাছ থেকে—যারা শুধু বইটিই দেখবে। আর যাদের বিজ্ঞাপন দেখানো হবে তাদের কিছু কম!

কারণ?

কারণ হচ্ছে, যাঁরা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—তাঁরা টাকাও দিচ্ছেন হল-মালিককে। হল-মালিক যাদের সে সব বিজ্ঞাপন দেখবেন—অর্থাৎ দর্শকদের কিছুই দেবেন না? এক্কেবারে বিনা পয়সায় দরজা আটকে দর্শকের মগজে ঢোকাবেন বিজ্ঞাপনের ভাষা-গান প্রলাপ-চিত্র? একি কখনো হয়?

হুঁ! হয় না মানে? এতদিন হয়ে আসছে—আর কোথাকার কে এক ফচকের লেখায় সিনেমা হলের মালিকরা বিজ্ঞাপন দেখানো বন্ধ করে দেবেন? হল-মালিকরা বলবেন, আসবেন না বিজ্ঞাপন দেখতে। বই শুরু হবার সময় আসবেন।

হ্যাঁ সে কথাই ভালো। তবে দাদারা একটু কাগজে সিনেমা-বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যদি লিখে দেন যে ৬টা থেকে ৬-৪৫ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন প্রদর্শনী, আর ৬-৫০ থেকে ৮-৪৫ পর্যন্ত আসল সিনেমা অর্থাৎ বই, তবে দর্শকদের পক্ষে সময় বুঝে প্রবেশ করার সুবিধে হয়। এরকম ব্যবস্থা অর্থাৎ কখন কি হবে তা কিন্তু চৌরঙ্গী পাড়ার হলে লেখা থাকে। আমাদের স্যারেরা একটু ভাবুন না এ বিষয়ে!

আমার জানা একজন আছেন যিনি সিনেমা শুরু হবার আধ ঘণ্টা পরে 'হলে' ঢোকেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, বিজ্ঞাপন দেখবো না। এ হেন লোকও কিন্তু একবার বেজায় ঠকেছিলেন। তাঁর ধারণা মতো মেপে আধ ঘণ্টা পরে 'হলে' ঢুকেছেন। গিয়ে দেখেন বই শুরু হয়ে গেছে ঠিক ছটা পনেরোতে। অর্থাৎ সে 'হলে' নাকি সরকারের তথ্যচিত্র দেখাবার পরেই বই শুরু হয়। বিজ্ঞাপন দেখানো হয় হাফ-টাইমের পরে। এ ব্যবস্থা অবশ্য মন্দ নয়। যার ইচ্ছে বিজ্ঞাপন দেখ—নইলে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফোঁকো। মাঝে মাঝে দরজার পর্দা সরিয়ে দেখে নাও বই আরম্ভ হলো কিনা! যেই বই আরম্ভ হলো আধখাওয়া বিড়িটা পা দিয়ে চেপে ঢুকে পড়ো 'হলে'। কিন্তু সবই তো বুঝলাম। টাইম? সময়ের অপচয় সব দর্শক সহ্য করবে কেন? প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বিজ্ঞাপন দেখানোর সময়টা আমরা নষ্ট হতে দেবো কেন? মোটা টাকা দাঁও মারবেন হলের মালিকরা, আর দর্শকরা হলে বসে ভোগ করবে গর্ভযন্ত্রণা? দর্শকদের সমবেত কণ্ঠে তাই রব উঠুক—'বিজ্ঞাপন দেখায় যন্ত্রণা সইবো না।' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

॥ বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষ ॥

সিনেমা হলে প্রত্যেক শো-এর শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার সার্থকতা নিশ্চয় আছে। জাতীয় সঙ্গীতের সময় উঠে দাঁড়ান একটা স্বীকৃত প্রথা। কিন্তু সিনেমা হলের সকল দর্শকেরা জাতীয় সঙ্গীতের সময় উঠে দাঁড়িয়ে কি তার প্রকৃত মর্য্যাদা দেন? নিশ্চয় না—

শো-এর শেষে অনেক দর্শকের বাইরে বের হবার তাড়া লাগে, আবার অনেকে জাতীয় সঙ্গীতের সময় আপন আসনেই বসে পা দোলান আর হাঁ করে চেয়ে

[পর পৃষ্ঠায় ১ম কলমে

থাকেন পর্দার উড়ন্ত পতাকার ছায়াছবির দিকে। পাশের ব্যক্তি উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করলে তার কথার গুরুত্ব দেন না।

কথায় আছে - 'কেও শেখে দেখে, আবার কেউ শেখে ঠেকে' কিন্তু এরা কিছুতেই শিখতে রাজী নন। যেখানে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বলপ্রয়োগ করে সিনেমার টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন, জনসভায় দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনতে পারেন, সেখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যদা দিতে পারেন না? যে জাতীয় সঙ্গীতের জন্য শত শত শহীদের রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে আজকে সেই সঙ্গীতের মান, মর্য্যদা ধুল্যবলুন্ঠিত। প্রশ্ন জাগে—এই কি সভ্যতার চরম ক্রমবিকাশ? তবে আমরা কি করে বলব আমাদর দেশে জনজাগরণ এসেছে? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় কবি গুরুর কথা—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ কর'নি।"

বন্যাত্রাণ

(গান)

সু—মো—দে

—০—

শত নরনারী হ'লরে ভিখারী
রাক্ষসী বন্যায়,
খাদ্য-বস্ত্র গৃহহারা তারা
পশ্চিম বাংলায়।

ভেসে গেছে হায় কত জনপদ
গবাদি পশুও ধন-সম্পদ
দাও ভিখ চাল-বস্ত্র নগদ
তারা বড় অসহায়।

প্লাবন সর্ব্বহারারে বাঁচাতে
দাও হে ভিক্ষা অকৃপণ হাতে
নির্ভর তারা তোমার দয়াতে
সজল নয়নে চায়।

জন্মাষ্টমী স্মরণে

সু—মো—দে

জাগো জাগো নারায়ণ—
ধর্ম্ম স্থাপিতে কলুষ নাশিতে
স্বাগত মধুসূদন।
স্বাগত কেশব কৃষ্ণ মুরারি
শ্রীরাধাবিহারী শ্যাম কংসারি,
অযুত দেবকী বসুদেব আজ
নিপীড়নে নিমগন;
জাগো জাগো নারায়ণ।

চারিদিকে আজ কংস দানব
অত্যাচারিত নিরীহ মানব,
এস নারায়ণ দিব্য জীবন
আহ্বানে জনগণ;
জাগো জাগো নারায়ণ!

একটি জিজ্ঞাসা

—শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু বহু উর্দ্ধে ওই সুনীল আকাশ:
সমাজ জীবনে ওর পড়বে কী ছায়া?
মানুষ? সভ্যতা হতে ছেড়ে যেন আশ,
আদিম বর্বর যুগে—ফিরে পায় কায়া!
মাথাটুকু গোঁজবার ঠাঁই আজ হারা
কাঁচা মাংস চিবোবার—পশুত্ব যে জাগে;
চলনে-বলনে আর ব্যবহারে তারা
সংস্কৃতি পায়ে দ'লে চলিয়াছে আগে।
হাতবোমা, বাসে ভ্যানে; শিশু খাদ্য? তাও,—
আগুন ধরায় নিজে ভবিষ্যৎ ভুলি:
পুলিশে-মানুষে চলে—'খাই আর খাও'
সোডার বোতল শেষ! লই ইট্ তুলি।
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ঠাঁই হারা যারা,—
মানুষের সে বিবেকে - বাঁচবে কী তারা?

সংস্কৃত দিবস

ভারত সরকারের নির্দেশানুসারে এখন হইতে প্রতি বৎসর রাখীপূর্ণিমার দিনটি 'সংস্কৃত দিবস'-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। বেতারযন্ত্রের ঘোষণায় বলা হইয়াছে—সংস্কৃত বিদ্যালয়সমূহে ঐ দিবসে নানাভাবে সংস্কৃত চর্চ্চার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃতসেবী এবং সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই এ সংবাদ যে আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই। আর, সভ্য জগতের ভাষাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন এই দেব-ভাষার প্রতি আমাদের স্বাধীন দেশের সরকারের এরূপ গৌরব প্রকাশের ব্যবস্থা যে দেশনায়কগণের দেশপ্রীতির অন্যতম নিদর্শন এবং এজন্য যে তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ—ইহাও অনস্বীকার্য।

নারদ-নারদ

(রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে শ্রী ভি ভি গিরির জয়লাভ লক্ষ্যে)

সু—মো—দে

সাবাস মহিলা জেদী ইন্দিরা
সফল ডুমরা ল্যাং,
রেড্ডি পাতিল লিঙ্গাপ্পার
পতন ড্যাড্যাং ড্যাং।

অতুল্য আর সুচেতা দেশাই
তারকেশ্বরী করে আইঢাই,
ডিগবাজীবিদ শ্রীকামরাজও
তীর্থ-পুঁটলি বাঁধে;
হ্যাট্ট্রিক-চোর সপুত্রসহ
ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

হানাহানি করে সে যদুবংশ
নিজে নিজেদের করিল ধ্বংস,
কাঁপিছে টলিছে কংগ্রেসীদের
দিল্লী-সিংহাসন;
বাইশ বছর অপশাসনেতে
মুমূর্ষু জনগণ।

কত প্রস্তাব 'আবাদী ফসল'
গালভরা বুলি সকলি বিফল,
নীতি আদর্শ শিকায় ঝুলিছে
ধুঁকিছে সমাজবাদ;
কায়েমী স্বার্থে চাঁইরা মগ্ন
ডেমোক্রেসি বিস্বাদ।

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের
যুক্ত সভা

গত ২৩শে আগষ্ট শনিবার নবগ্রাম থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নবগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সম্পাদকের আহ্বানে থানার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের এক যুক্ত সভা নবগ্রাম জুনিয়র বেসিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি এবং প্রস্তাবিত দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে একটি আলোচনা চক্র সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এই সভার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঁচগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবাণীন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়। সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীবাণীন্দ্রকুমার নাগ, শ্রীনির্ম্মল মুখার্জী, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির থানা সম্পাদক শ্রীশান্তিকুমার রায়। এই কর্ম্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে দশ জন সদস্য নিয়ে শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ ও শ্রীশান্তিকুমার রায়কে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন গণসংগঠন, ক্লাব, শিক্ষানুরাগী—অভিভাবকদের সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই আলোচনা চক্র সংগঠিত করা হবে।

ট্রেণে কাটা পড়ে এক যুবকের অকাল মৃত্যু

গত ৩০শে আগষ্ট শনিবার সকালে মোড়গ্রাম ষ্টেশনে আজিমগঞ্জ গামী চলন্ত ট্রেণে চাপতে গিয়ে পা কাটা পড়ে জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাম মণ্ডলের অকাল মৃত্যু ঘটে। এই মর্ম্মান্তিক মৃত্যুর খবর জঙ্গিপুর কলেজে পৌছালে রাম মণ্ডলের আত্মার চিরশান্তি কামনার জন্য শোক পালন করা হয়। এবং কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতার অভিযোগ—ষ্টেশন মাষ্টার অহেতুক কালক্ষেপ না করে আহতের ইচ্ছানুযায়ী সুচিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠালে হয়তো এই মৃত্যু ঘটতো না।

জঙ্গিপুর মহকুমার
বন্যায় ত্রাণকার্য্য

মুর্শিদাবাদের নবাগত জেলা-শাসক, জঙ্গিপুরের জনপ্রিয় মহকুমা-শাসক প্রমুখ কর্ম্মচারিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে মহকুমার বন্যাকবলিত প্রতিটি গ্রামের নরনারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বড়ই আনন্দের বিষয় কোন স্থান হইতে প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গৃহপালিত গবাদি পশুদেরও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সদ্য দুই লক্ষ টাকা লটারী-বিজয়িনী

গৃহিণী—ঘুমের সময় বিরক্ত ক'রো না।
স্বামী—কখন তোমার অবসর হবে? আমি তখনই আসবো।
গৃহিণী—বৈদ্য শাস্ত্রে বলে—
দুর্ব্বলে সবলা নারী—
সা নাড়ী প্রাণ-ঘাতিকা।
স্বামী—সে নাড়ী! নারী নয়।
গৃহিণী—বানান তো আমার ইচ্ছা মত।
ছিলাম—ধনি এখন ধনী
ধ্বনি বদ্‌লে গেছে।

পরলোকে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৩-২৫ মিনিটে ৬৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তিনি অসুস্থ ছিলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি-এস-সি পড়ার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে ৫ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া আন্দামানে পাঠান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত সরকারী অফিস, স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত করা হয়। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোক-গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

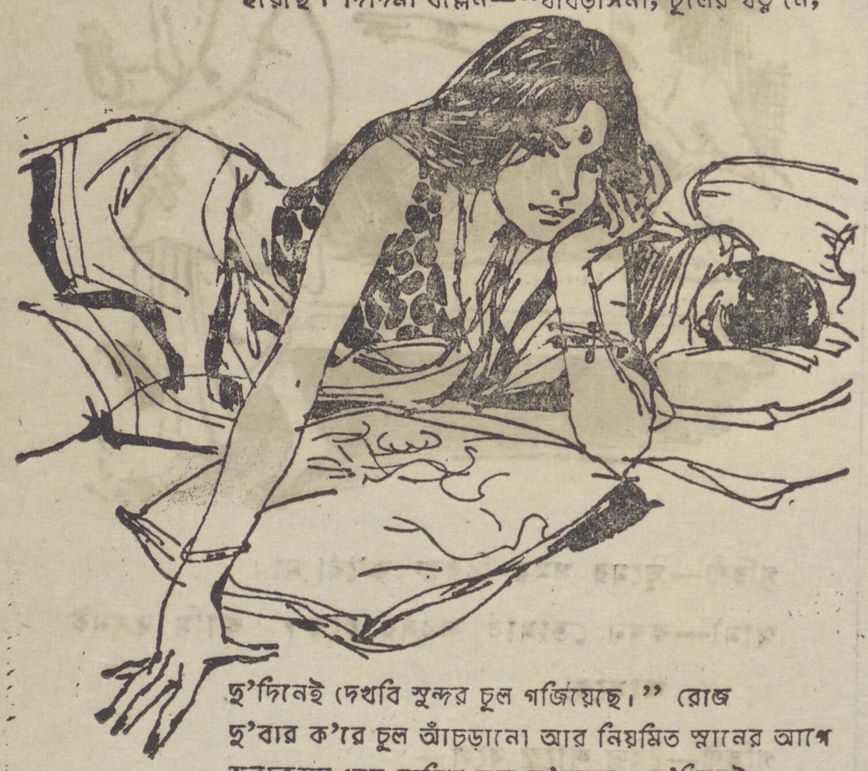

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেণ্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)